The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বর্তমানের শাসনব্যবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বর্ণিত শাসনব্যবস্থার প্রভাব: একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনা

Pallabi Sarkar
Former Student, Dept. of Sanskrit, University of North Bengal, Siliguri, West Bengal, India
DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400048

Abstract

প্রাচীনকালে স্মৃতিশাস্ত্রে ও ধর্মশাস্ত্রের ছত্রছায়ায় পরিপুষ্ট ছিল রাজতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমানকালে রাজতন্ত্রের অভাবের ফলে বর্ণাশ্রম প্রথার অবলুপ্তি হয়েছে। তথাপি ভারতীয় দণ্ডবিধির উৎসরূপে আজও মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় যে সমস্ত বিধান দেওয়া আছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীকৃত। বর্তমানে আমাদের দেশে রাজার আসনে অভিষিক্ত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার সদস্যগণ। রাষ্ট্রকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে সংবিধানের। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা হিন্দু ধর্মের আইন, নীতিশাস্ত্র এবং সমাজব্যবস্থার উপর অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি গ্রন্থ। তৃতীয়-পঞ্চম শতাব্দীর এই গ্রন্থের ব্যবহার অধ্যায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, যা পরবর্তী হিন্দু আইন ও সামাজিক রীতিনীতিতে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই গ্রন্থ মূলত ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনের বিধান দিয়ে থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য বিচার ব্যবস্থাকে অনেক বেশি উন্নত করেছেন। তিনি লিখিত দলিল, বন্ধক এবং অংশীদারির মতো আধুনিক আইন ধারণার ওপর গুরত্ব দিয়েছেন। প্রমাণের ক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি যুক্তিবাদী ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি প্রথা ও আইনের মধ্যে একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যা আধুনিক আইনকে আরও সংবেদনশীল ও ন্যায়সংগত করে তোলে। এই স্মৃতিতে মোকদ্দমা দায়ের করা থেকে শুরু করে রায় প্রদান পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের বর্ণনা রয়েছে, যা আধুনিক সিভিল প্রসিডিউরের একটি প্রাচীনরূপ। আইনের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন, যার প্রভাব আধুনিক গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থায় ধারণা পাওয়া যায়। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে, আইন ন্যায়সংগত হওয়া উচিৎ এবং সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তি অনুসরণ করা প্রয়োজন। যদিও আধুনিক আইন বৈষম্যমূলক রীতিনীতি বর্জন করেছে কিন্তু উত্তরাধিকার, বিচার বিভাগীয় প্রমাণের ক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মূল ভিত্তিগুলো আজও প্রাসঙ্গিক।

Keywords: *ঋণাদান, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নারীদের অধিকার, অপরাধ*

ভূমিকা

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মূর্ত বৈদিক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য হলেন বিশ্বামিত্রের বংশধর, যিনি পিতা দেবরাত বা ব্রহ্মরাত এবং জননী সুনন্দার পুত্র। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। কাত্যায়নী পুত্র কাত্যায়ন। যাজ্ঞবল্ক্য রচিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায় তার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত "যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি" হল ভারতীয় হিন্দু ধর্মের ধর্ম সম্পর্কিত একটি ধর্মশাস্ত্র। এই গ্রন্থটি খ্রীষ্টিয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে রচিত। গ্রন্থটির আইনি তত্ত্বগুলি তিনটি অধ্যায়ে বা খন্ডে বিভক্ত- (১) আচার অধ্যায় বা প্রথা (২) ব্যবহার অধ্যায় বা বিচার প্রক্রিয়া এবং (৩) প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায় বা অপরাধের শাস্তি। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ব্যবহার অধ্যায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। এটি সামাজিক বিধি-নিষেধ, বিচার ব্যবস্থা এবং ন্যায়শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান আধার, যা পরবর্তী হিন্দু আইন ও সামাজিক রীতিনীতিতে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

Objectives

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রাচীন যুগে মানুষ যখন ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও বিদ্বেষ শূণ্য এবং অপরের শুভাকাঙ্খী ছিল, তখন বিচারের প্রয়োজন হত না। কিন্তু পর্যায়ক্রমে মানুষের মন থেকে ধর্মপরায়ণতা, সত্যবাদীতা, কপটতা অবলম্বন অপরের দ্রব্য গ্রহণ এবং একে অপরের উপর নির্যাতন শুরু হলে, বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সূত্রপাত হয়। এই সমস্যা সমাধানের আবশ্যকতা বা প্রয়োজনীয়তা হিসেবে আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য তার যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড ব্যবহার অধ্যায়-এ কিছু আইন বা উপায়ের উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সমাজে সেই উল্লিখিত আইনের কী প্রভাব পড়েছে তাই আমরা আলোকপাত করবো।

Literature review

মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি প্রাচীন ভারতের শাসন ব্যবস্থার ও বিচার পদ্ধতির দুটি গুরত্বপূর্ণ গ্রন্থ। যদিও উভয় গ্রন্থই হিন্দু আইন বা ধর্মশাস্ত্র হিসেবে পরিচিত, তবুও এদের শাসন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মনুস্মৃতির তুলনায় যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনেক বেশি উদার ও আধুনিক। মনুস্মৃতি যেখানে একটি কঠোর সামাজিক কাঠামো তৈরি করেছিল, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি সেখানে আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে আরও সহজপদ্ধতিগত ও প্রগতিশীলরূপ দিয়েছিল। এমনকি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রও বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্র প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি মনুস্মৃতির চেয়ে মধ্যযুগীয় ভারতের বিচার ব্যবস্থায় বেশি প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে আইন প্রক্রিয়ার গবেষণায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ১৮৪৯ সালে জার্মান ভাষায় প্রথম অনুবাদ হয়।

ঋণাদান

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর ধর্মশাস্ত্রে ১৮ টি বিবাদের মধ্যে ঋণাদান বিষয়টি প্রথম আলোচনা করেছেন। মানব জীবনে অর্থনৈতিক কারবার প্রসঙ্গে ঋণাদান বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ ও আদান এই দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত ঋণাদান। ঋণাদান কথাটির অর্থ হল প্রদত্ত ঋণের আদায়। প্রাচীন ভারতীয় রীতি অনুসারে সবন্ধক ও অবন্ধক এই দুই প্রকার ঋণ দেওয়া নেওয়ার বিষয়টি উল্লিখিত ছিল। আধুনিক যুগে ঋণগ্রহণ ও পরিশোধ করার পদ্ধতির সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ঋণাদান পদ্ধতির অনেক সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায়। আধি বা বন্ধক, প্রতিভূ বা জমিনদার এবং বৃদ্ধি বা সুদ এই তিনটি বিষয় এখনকার সময়ের ঋণ দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন-পিতা যদি ঋণ গ্রহণ করে মারা যান তবে সেই ঋণ সাধারণত তাঁর সম্পত্তিভোগকারী পুত্ররা পরিশোধ করে থাকেন। আবার একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা সাংসারিক খরচ চালানোর জন্য কোনো ঋণ নিয়ে থাকেন এবং পরিশোধ না করে মারা যান তবে সেই ঋণ সংসারের অন্যান্য সদস্যরা মিলে পরিশোধ করবেন।

উত্তরাধিকারী

হিন্দুদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের আইন দুই ভাগে বিভক্ত (১) দায়ভাগ (২)মিতাক্ষরা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্যে দায়ভাগ প্রচলিত আছে এবং মুম্বাই, পাঞ্জাব, মিথিলা, বেনারস, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি অঞ্চলে মিতাক্ষরা প্রচলিত।দায়ভাগ মতে উত্তরাধিকারী তিন প্রকার- (ক)সপিণ্ড (খ)সকুল্য ও (গ)সমানোদক। যদি কোনো ব্যক্তি মারা যান এবং তাঁর আত্মার শান্তির জন্য যারা পিণ্ডদানের অধিকারী তারাই কেবলমাত্র সপিণ্ড যোগ্য উত্তরাধিকারী। পুরুষ সপিণ্ডের সংখ্যা ৪৮ জন এবং মহিলা সপিণ্ডের সংখ্যা ৫ জন মিলে মোট ৫৩ জন। কিন্তু বর্তমানকালে সাধারণত ২০ জন পর্যন্ত হয়। প্রপিতামহের উর্ধ্বতন তিনজন পুরুষ হল সাকুল্য এবং সাকুল্যের উর্ধ্বতন সাতজন পুরুষ সমানোদক।

আধুনিক সময়ে মৃতব্যক্তির এক বা একাধিক পুত্র থাকলে তারাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এবং স্ত্রী থাকলে তিনি এক পুত্রের সমান অংশ পাবেন। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে প্রথমবার স্পষ্টভাবে বিধবাকে তার মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী করার কথা বলা হয়েছিল, যা নারীদের অধিকারের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ ছিল। আবার নিঃসন্তান ব্যক্তি সন্তান দত্তক নিতে পারবেন এবং তাকে তাঁর সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ অংশ দিতে পারবেন।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

স্ত্রীধন

আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, প্রাচীনভারতে নারীরা ছিল উপেক্ষিত, তাদের কোনো অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না।কিন্তু বাস্তবে বহু হিন্দুশাস্ত্রে এবং ধর্মগ্রন্থে নারীদেরও সম্পত্তির অধিকার ছিল।স্ত্রীধন অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম। ঐতিহ্যগতভাবে নারীকে তার স্বামী বা পরিবার যে ধন তার অবলম্বন হিসেবে দান করেন,তাই স্ত্রীধন। সেই সম্পত্তি বা স্ত্রীধন একান্তভাবেই ছিল নারীদের। যেখানে তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে-

ইন্দ্রিয়ো নিরিন্দবয়া আদায়াবীঃ।

অর্থাৎ নারীদের সম্পত্তিতে কোনো অধিকার নেই। সেখানে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা স্পষ্টভাবে নারীদের সম্পত্তির অধিকারের বিষয়টি স্বীকার করে-

পিতৃমাতৃপতি ভ্রাতৃদত্তমধ্য-গ্ন্যুপাগতম্।
আধিবেদনিকাদ্যং চ স্ত্রীধনং পরিকীর্তিতম্॥

অর্থাৎ স্নেহবশতঃ পিতা, মাতা, স্বামী ও ভ্রাতার কাছ থেকে পাওয়া ধন,বিয়ের সময় যজ্ঞাগ্নির সামনে প্রদত্ত ধন এবং আধিবেদনিকম্ অর্থাৎ স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় প্রথম স্ত্রীকে যে ধন দান করেন তা সবই স্ত্রীধন।

মনুসংহিতাতেও ছয় প্রকার স্ত্রীধনের কথা বলা হয়েছে-

অধ্যগ্ন্যবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্মণি।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃ প্রাপ্তং ষড়বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্॥

চাণক্য তার অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে দুই প্রকার স্ত্রীধন স্বীকার করেন। যথা-বৃত্তি ও আবন্ধ। বৃত্তি হল ভূসম্পত্তি ও নগদ অর্থ আর আবন্ধ হল অলংকার বা আভরণ।

প্রমাণ

বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বলা হয় প্রমা এবং যার দ্বারা প্রমা বা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে বলা হয় প্রমাণ। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ব্যবহার অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন বিচারের ক্ষেত্রে রাজা, বিচারকগণ এবং বিচারসভার সদস্যগণ যত্নসহকারে প্রমাণ স্থির করবেন। জয় পরাজয় নির্ভর করে প্রমাণের উপর এবং বিবাদের ক্ষেত্রে রাজা সত্য অসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রমাণ দর্শন করবেন।এই প্রমাণ দ্বিবিধ-মানুষ প্রমাণ ও দৈবিক প্রমাণ। মানুষ প্রমাণ আবার তিন প্রকার-(ক)লিখিত বা দলিল(খ)সাক্ষী এবং (গ)ভুক্তি বা ভোগদখল।

প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্তিতম্।
এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতমমুচ্যতে॥

এই সমস্ত প্রমাণের সাহায্যে উত্তমর্ণ অধমর্ণের কাছ থেকে তার অর্থ ফেরত পায়। লেখ্য, সাক্ষী ও ভোগ এই তিন প্রমাণ পরপর প্রমাণ থেকে পূর্ব পূর্বের সকল প্রকার অর্থবিষয়ক বিবাদে উত্তরোত্তর ক্রিয়া পূর্ব পূর্ব ক্রিয়া থেকে বলবত্তর হবে। কিন্তু লেখ্য অর্থাৎ দলিলপত্র সকলসময়ে প্রবল প্রমাণ হবে। তিনি বিচারকার্যে প্রামান্য নথিপত্র, সাক্ষী এবং অধিকারের গুরত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন। আধুনিক বিচারব্যবস্থায় এভিডেন্স অ্যাক্ট বা সাক্ষ্য আইনের অনেক মৌলিক বিষয় এই পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আধুনিক আইন ব্যনস্থায় যেখানে প্রমাণের গুরত্ব রয়েছে, সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বর্ণিত প্রমাণের নিয়মগুলো এখনও প্রাসঙ্গিক। ভারতের সুপ্রিমকোর্ট ও বিভিন্ন হাইকোর্ট আজও হিন্দু আইন সংক্রান্ত জটিল মামলায় যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ব্যাখ্যাকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করে। যাজ্ঞবল্ক্য আদালতে মৌখিক সাক্ষের চেয়ে দলিলাদি বা লিখিত প্রমাণকে বেশি গুরত্ব দিয়েছিলেন। আজকের সিভিল ও ক্রিমিনাল প্রসিডিউরেও এই নীতি কার্যকর। ধর্মশাস্ত্রটি উদার এবং মানবিক হওয়ার জন্য আইনি নথির প্রমাণ ও ন্যায়বিচারের উপর প্রভাব ফেলে।

অপরাধ

মনুস্মৃতিতে বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে শাস্তির বিধান ছিল অত্যন্ত কঠোর। অপরাধীর সামাজিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে শাস্তির তারতম্য হবে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যে অপরাধ বিজ্ঞানের আলোচনা আরও বাস্তবসম্মত। যাজ্ঞবল্ক্য বিচারব্যবস্থায় অপরাধ প্রমানের জন্য

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

লিখিত দলিল ও সাক্ষী ব্যবহারের ওপর বৈজ্ঞনিক জোর দিয়েছিলেন।অপরাধ হচ্ছে এমন আচরণ যা সমাজে নিন্দনীয় ও আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য। শাস্তি হল কোনো ব্যক্তি বা কোনো একটি দলের ওপর অনাকাঙ্খীত পরিণতি চাপিয়ে দেওয়া। শাস্তি কোনো নির্দিষ্ট ক্রিয়া বা অনুশীলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং অনাকাঙ্খিত বা অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। বর্তমানকালে কোনো ব্যক্তি বা মানুষকে আত্ম-বিপন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য, সামাজিক আনুগত্য রক্ষার জন্য,ভবিষ্যতের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শাস্তির বিধান করা হয়। আবার আইন বজায় রাওখার জন্য এবং শাসন পদ্ধতির শ্রদ্ধার লঙ্ঘন হলেও শাস্তি দেওয়া হয়। সমাজে শাস্তিকে কখনও কখনও প্রতিশোধমূলক আগ্রাসনও বলা যেতে পারে। শাস্তি সামাজিকরণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

উপসংহার

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ব্যবহার অধ্যায় মূলত আধুনিক ভারতীয় আইন ব্যবস্থার প্রাচীন ভিত্তি। এই স্মৃতি কেবল প্রাচীন ঐতিহ্য নয়, বরং আইনগত যুক্তিবাদ ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার আধার, যা আজকের আইনি ব্যবস্থায়ও প্রাসঙ্গিক। গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের সদস্যহিসাবে কর্তব্য, দায়িত্ব ও নৈতিকতা, ব্যক্তিগত গুণাবলী, অহিংসা সমস্ত জীবের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের নিয়ম। প্রাচীন শাস্ত্র নয় এমনকি স্থানীয় প্রথা ও আইনকেও স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলেছিলেন, যা আধুনিক কাস্টমারি ল বা প্রথাগত আইনের ধারণার সাথে মিলে যায়। বিবাহ, দত্তক গ্রহণ এবং সম্পত্তি বন্টন সংক্রান্ত অনেক হিন্দু আইন এই শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে। ব্যবহার অধ্যায়টি যা আইন পদ্ধতি ও মামলার সাথে সম্পর্কিত, চুক্তি ও দায়বদ্ধতার বিষয়ে আধুনিক আইনকে প্রভাবিত করে। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রচলিত হিন্দু যৌথ পরিবার তাদের সম্পত্তির বন্টন বিষয়ে আজও ধর্মশাস্ত্রকে অনুসরণ করে। আধুনিক আইন কাঠামো, বিশেষ করে হিন্দু ব্যক্তিগত আইনে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রভাব অপরিসীম।

Bibliography

বসু, ড.অনিল চন্দ্র, এবং ঘোষ, নূপুর, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (ব্যবহার অধ্যায়), সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১ বিধান সরণী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-জন্মাষ্টমী, ১৯৯৭।

দাস, ড. গুরুচরণ, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ-১৪১৮।

বসু, ড. অনিল চন্দ্র, কোটিলীয় অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১ বিধান সরণী, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ-১৯৯৯।

সরস্বতী, দয়ানন্দ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ, আর্শবিদ্যা রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ২০১৬।

শ্যামাকান্ত, বিদ্যাভূষণ, মনুসংহিতা, তারা লাইব্রেরী, কোলকাতা।

মিত্র, হরপ্রসাদ, সাহিত্যের নানা কথা, ইষ্ট অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩।

All rights reserved. © 2026